স্মার্টফোনে স্মার্টওয়াচ

রিয়াদ জোবায়ের

এখন ঠিক কয়টা বাজে? সময় দেখার জন্য নিশ্চিত তাকিয়েছেন দেয়ালঘড়ির দিকে কিংবা মোবাইল খুঁজতে হাত চলে গেছে পকেটে । কিন্তু কিছুদিন আগেও মোটামুটি সবার হাতেই থাকত হাতঘড়ি। এখন মোটামুটি হাতঘড়ির জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন। হাতঘড়ির সেই পুরনো জায়গা ফিরিয়ে আনতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে সনি, মটোরোলা, পেব্যল, আ'মওয়াচ, মেটাওয়াচের মতো স্মার্টওয়াচ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে স্মার্টফোনের যুগে হাতঘড়িকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রাখার জন্য এর সাথেও যোগ করা হয়েছে স্মার্ট সব প্রযুক্তি। সময় সচেতনতা, যোগাযোগ, বিনোদনসহ নানা সুবিধা যোগ করা হয়েছে এর সাথে।

একটি স্মার্টওয়াচ সাধারণত একটি মোবাইল ফোনের বাড়তি সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ মোবাইলে আসা ফোন কলটি গ্রহণ করবেন নাকি কেটে দেবেন, তা মোবাইলে হাত না দিয়েই স্মার্টওয়াচ থেকেই সরাসরি নির্দেশ দেয়া সম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্মার্টওয়াচেই থ্রিজি ফোনকল সুবিধা রয়েছে। ফলে বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন সিনেমাতে হাতঘড়িতেই কথা বলার যে অবাক করা দৃশ্য দেখা যায়, তা স্মার্টওয়াচ দিয়েই মেটানো সম্ভব। এছাড়া টেক্সট ম্যাসেজের নোটিফিকেশন ও ম্যাসেজ পড়াও যাবে স্মার্টওয়াচ দিয়েই।

স্মার্টওয়াচগুলোতে বিল্টইন ব্লু-টুথ থাকে, যা দিয়ে তা স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করা যায়। এর ব্লু-টুথ কার্যসীমা মোটামুটি ১০ মিটার বা প্রায় ৩২ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত আন্ড্রয়িড ও আইওএস চালিত মোবাইল ফোনের সাথে স্মার্টওয়াচ যুক্ত করা যায়। স্মার্টওয়াচে ভাইব্রেটিং মোটর থাকে, যা মোবাইলে ফোন, ম্যাসেজ এলেই ভাইব্রেশন দেয়। স্মার্টওয়াচগুলোও বেশিরভাগ আন্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেমচালিত। ফলে এটি থেকেই মোবাইলের মতো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান ব্রাউজ করা যায়। অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার জন্য অ্যাপসস্টোরও রয়েছে। ওয়াচগুলোর ডিসপ্লে ওলেড বা সুপার অ্যামোলেড জাতীয় হয়ে থাকে, যাতে খুবই অল্প পরিমাণ চার্জ খরচ করে বহুদিন চলে। ঘড়িগুলোতে একবার চার্জ দিলে নির্বিঘ্নে এক সপ্তাহ চলে এবং সার্বক্ষণিক ব্যবহার করলেও মোটামুটি ৩-৪ দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যায়। চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি সুবিধাজনক ব্যাপার হলো যেকোনো পোর্টেবল ইউএসবি চার্জার থেকেই চার্জ করা যায়। ওয়াচগুলোর ডিসপ্লে সাধারণত ১.৩ ইঞ্চি থেকে শুরু করে ২.০ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং চমৎকার টাচ সংবেদনশীল হয়ে থাকে। আর এর ব্যাকলাইট সিস্টেম থাকায় অন্ধকারেও স্পষ্টভাবে এর ডিসপ্লে দেখা যায়।

স্মার্টওয়াচগুলোর নিরাপত্তার দিকেও যথেষ্ট নজর রাখা হয়েছে। এর ডিসপ্লেতে শাটার এবং ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে শখের এ হার্ডওয়্যার ডিভাইসটিতে দাগ পড়ার ভয় মোটামুটি নেই বললেই চলে। অন্যদিকে সনি, পেব্যল ব্র্যান্ডের স্মার্টওয়াচগুলো ওয়াটার প্রুফ, সাধারণ বা লবণাক্ত যেকোনো ধরনের পানিতেই এর ক্ষয়ক্ষতির ভয় নেই। ফলে স্মার্টওয়াচ হাতে থাকা অবস্থায় নিশ্চিন্তে সাঁতার কাটা বা বৃষ্টির মাঝে হেঁটে যেতে কোনোই বাধা নেই। আর

অ্যান্টিথিফ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ঘড়ির চুরি যাওয়া অনেকটাই রোধ করা সম্ভব।

একটি স্মার্টওয়াচ থেকে দুই ধরনের সার্ভিস পাওয়া সম্ভব। এর একটি নোটিফিকেশন আরেকটি রিমোট অ্যাসিস্ট্যান্ট। নোটিফিকেশনের মধ্যে মোবাইল ফোনকল নোটিফিকেশন, ম্যাসেজ অ্যালার্ট, জি-মেইল, ইয়াহু মেইলসহ অনান্য মেইল অ্যালার্ট, ক্যালেন্ডার ও কোনো নির্দিষ্ট দিনে ঠিক করে রাখা নোট দেখানো এবং ক্যালেন্ডার রিমাইন্ডার প্রদর্শন করে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সক্রিয় রাখতেও স্মার্টওয়াচের অবদান কম নয়। ফেসবুক, টুইটার, নিম্বাসসহ অনান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আসা যেকোনো ম্যাসেজ বা নোটিফিকেশন পপআপ সার্ভিসের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই জানিয়ে দেয় স্মার্টওয়াচ। আর এর রিমোট ফাংশনের কাজের মধ্যে অ্যাপস্টোর থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে সেগুলো উপভোগ করা। বেশ অনেক ধরনের গেমসই অ্যাপস্টোর থেকে ডাউনলোড করে খেলা যায় স্মার্টওয়াচে। আর মিউজিক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্মার্টফোনের মিউজিক প্লেয়ার নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্টওয়াচ থেকেই। অর্থাৎ নিজের পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গীত উপভোগ করা, ইচ্ছেনুযায়ী থামানো, স্টার্ট করা, ফরোয়ার্ড বা ব্যাক করা যাবে হাতে থাকা ঘড়ি থেকেই।

স্মার্টওয়াচের আরেকটি সুবিধা হলো ম্যাপ এবং জিপিএস। অর্থাৎ হাতে থাকলে নিশ্চিন্তে যেকোনো রাস্তায় নেমে পড়া যাবে এবং খুঁজে বের করা যাবে গন্তব্যস্থলের রাস্তা, আশপাশের খাবার রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো। যারা সাইকেল বা বাইক চালাতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এটি অবশ্যই সুবিধাজনক। তবে এ ধরনের ঘড়ির একটা অসুবিধা হলো ব্লুটুথ অন রাখলে মোবাইলের প্রতিদিনের চার্জের তুলনায় অতিরিক্ত ৫-৮ শতাংশ বেশি চার্জ খরচ হয়।

আর ঘড়ির ক্ষেত্রে কাজ না করা অবস্থায় সবসময়ই এটি একটি সাধারণ ঘড়ির ইন্টারফেস দেখাবে, তবে সুবিধার বিষয় হলো নিজের পছন্দ অনুযায়ী অ্যানালগ বা ডিজিটাল ঘড়ির ইন্টারফেস সেট করে রাখা যায়।

স্মার্টওয়াচগুলোর বিভিন্ন মডেল খুবই আধুনিক ডিজাইনে তৈরি করা। ফলে প্রয়োজনের সাথে সাথে ফ্যাশন পণ্য হিসেবেও এর যথেষ্ট কদর রয়েছে। এর বিভিন্ন রংয়ের ও বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড রয়েছে যেগুলো ইচ্ছেনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

উন্নত বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশেও স্মার্টওয়াচ বেশ ভালোই প্রচলিত। বসুন্ধরা সিটিসহ বেশ কয়েকটি অনলাইন ই-কমার্স সাইট থেকে পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত স্মার্টওয়াচটি। ব্র্যান্ডভেদে এর দাম পড়বে ৪ থেকে ১২ হাজার টাকার মধ্যে। অবশ্য এর থেকে বেশি দামী স্মার্টওয়াচও বাজারে পাওয়া যায়। প্রয়োজন, ফ্যাশন সব মিলিয়ে স্মার্টওয়াচ যে কারও মন কাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভবিষ্যতে স্মার্টওয়াচই আবার স্মার্টফোনের জায়গা দখল করে নিতে পারে এমনই আশা করছে স্মার্টওয়াচ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com